অধ্যায়
৫

অংশীদারিত্ব

অংশীদারিত্ব

৫.১ অংশীদারিত্ব এবং কৃষি সম্প্রসারণে এর গুরুত্ব

কৃষি সম্প্রসারণে অংশীদারিত্ব বলতে- 'কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্য কোন অংশীদার সংস্থা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার ভিত্তিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এক সঙ্গে বা সহযোগিতামূলকভাবে কৃষি সম্প্রসারণ পরিবৃত্তে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সেবা প্রদান করা'-কে বুঝায়। অংশীদারিত্ব কৃষকদেরকে একটি সমন্বিত ও পারস্পরিক সহায়ক সেবা প্রদানের জন্য অংশীদার সংস্থাসমূহকে একত্রে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। অংশীদারিত্ব তখনই অধিক সফল হয় যখন বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ড অংশীদার সংস্থাসমূহের জন্য স্বচ্ছন্দ হয় এবং অংশীদার সংস্থাসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

অংশীদারিত্ব কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬ এবং সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'য় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করাকে ডিএই এর মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে।

জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ তে অংশীদারিত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ তে বলা হয়েছে:

- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার অংশীদারিত্বমূলক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা হবে
- কৃষি পণ্য উৎপাদনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে
- ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সহায়তায় সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে এবং
- সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের জন্য সরকার স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সহধর্মী এজেন্সীসমূহের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উন্নয়নশীল সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করলে অংশীদার সংস্থাসমূহ পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের কর্ম সম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং সংস্থাসমূহের শক্তি ও সম্পদের দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, যেমন- বেসরকারি সংস্থায় দক্ষ কৃষি বিশেষজ্ঞের ঘাটতি থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাসমূহ কৃষক প্রশিক্ষণ বা কোন সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞগণের যথাযথ সহায়তা গ্রহণ করে সক্ষম ভূমিকা পালন করতে পারে। অপর দিকে, কৃষক সংগঠন বা গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মধারার একটি নীতি, এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গঠিত কৃষক সংগঠন বা গ্রুপসমূহকে কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করতে পারে।

সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা বা যোগসূত্র দীর্ঘদিনের। এ যোগসূত্রের কারণে সম্প্রসারণ কর্মীগণ গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তথ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করে কৃষকের মাঝে বিস্তার/প্রয়োগ ঘটাতে পারে এবং মাঠ পর্যায়ের সমস্যা গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া সম্প্রসারণ-গবেষণা যোগসূত্র কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে তথা ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদিত ফসলের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ ও উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে। সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদান কৃষকদের উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থায় ও মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হতে পারে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।

৫.২ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার উদ্দেশ্য

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- চাহিদাভিত্তিক ও সমন্বিত কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা
- সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর শক্তি ও সম্পদকে পরস্পরের মধ্যে শেয়ার (Share) করে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার মাঝেও পরিপূর্ণ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ভার হ্রাস করা
- কাজের গতিশীলতা আনয়ন এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে অংশীদার সংস্থাসমূহের উৎসাহ বৃদ্ধি করা
- স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে অধিক সংখ্যক কৃষকের সঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে কর্ম সম্পাদন বা সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা
- কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি কমিয়ে অর্থ ও সম্পদ সাশ্রয় করা
- সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫.৩ অংশীদারিত্বের ধরন

৫.৩.১ কর্ম পদ্ধতি বা যোগসূত্র স্থাপনের দিক বিবেচনায় অংশীদারিত্ব দু'ধরণের হতে পারে

৫.৩.১.১ আনুষ্ঠানিক বা সহযোগীরূপে কাজ করার অংশীদারিত্ব

অংশীদার সংস্থাসমূহের মধ্যে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি সম্পাদনের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব স্থাপিত হবে। যৌথ কর্মকাণ্ড গ্রহণ, সম্পদ ও শক্তি শেয়ার, পারস্পরিক সহযোগিতা বা পরস্পরের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব স্থাপিত হতে পারে। যেমন-

- কোন কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি সম্পাদনের ভিত্তিতে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

- চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বেসরকারি সংস্থাসমূহকে জনবল ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান।

৫.৩.১.২ অনানুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব

আনুষ্ঠানিক চুক্তি ব্যতিরেকে অংশীদার সংস্থাসমূহ পরস্পর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করতে পারে। সম্পদ ও শক্তি শেয়ার, পারস্পরিক সহযোগিতা, মতবিনিময়, পরামর্শ প্রদান, একত্রিত হয়ে সমস্যা মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ অনানুষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপন করে নানাবিধ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে, যেমন-

- বেসরকারি সংস্থা আয়োজিত কৃষক প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন
- সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক একত্রিতভাবে মাঠ পরিদর্শন ও কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ
- অংশীদার সংস্থাসমূহ একে অপরের সুবিধাদি ও সম্পদাদি শেয়ারিং করা যেমন- প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রশিক্ষিণ সমগ্রী ইত্যাদি।

নিম্নে (চিত্র ৫) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের বিবরণ দেয়া হল:

চিত্র ৫: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের বিররণ

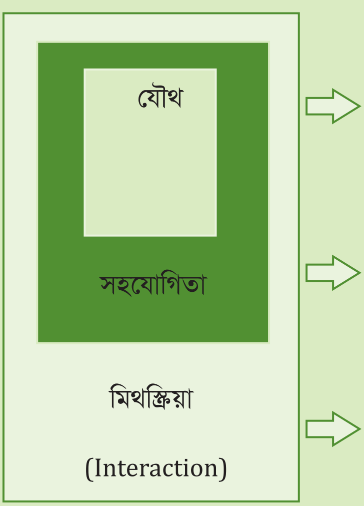

কর্ম প্রণালী/ব্যবস্থা	পদ্ধতি	বৈশিষ্ট্য
	আনুষ্ঠানিক	যৌথ কর্মকাণ্ড, পরস্পর নির্ভরশীল, সাফল্য নির্ভর করছে দলের নিজস্ব দায়িত্ব পালনের ওপর।
	আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক	নিরপেক্ষ যোগাযোগ (যেমন- সম্পদ/তথ্য শেয়ার করা) অথবা পারস্পরিক সহযোগিতা (যেমন- মতবিনিময়, যৌথ পরিদর্শন)
	আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক	বিরোধী, নিরপেক্ষ বা সহায়ক

ফেরিংটোন ও বেবিংটোন (১৯৯৬) এর ওপর ভিত্তি করে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতেই অংশীদারিত্ব স্থাপন উৎসাহিত করে এবং কর্মক্ষেত্র ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে উভয় পদ্ধতিতে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করে থাকে। অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মৌলিক দায়িত্বাবলির একটি আবশ্যকীয় অংশ।

৫.৩.২ সংস্থার প্রকৃতি বা শ্রেণিগত দিক বিবেচনার ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব তিন ধরনের হতে পারে

- সরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব
- বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব
- ব্যক্তিখাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব।

৩.৩.২.১ সরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে অন্য কোন সরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

হোল ফার্ম এ্যাপ্রোচ কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পশু সম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে অংশীদারিত্ব গড়ে উঠতে পারে। জেলা/উপজেলা কৃষি মেলায় পশু সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশ গ্রহণও অংশীদারিত্বের দৃষ্টান্ত।

৫.৩.২.২ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে কাজ করতে উৎসাহী। তবে লক্ষ্যণীয় যে কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার প্রকৃতি, কর্ম কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্ব গ্রহণের পূর্বে এ সব বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সতর্ক হতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে বেসরকারি সংস্থা হতে পরিপূর্ণ সুফল পেতে হলে তাদের সংগে ব্যবধান কমিয়ে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং তাদের সক্ষমতা, দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি ইত্যাদি ইতিবাচক বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে ও উৎসাহিত করতে হবে। বেসরকারি সংস্থা বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র যাই হউক না কেন তাদের রয়েছে স্থানীয় পরিচিতি ও যোগাযোগ এবং সহজে কার্যক্রম বাস্তবায়নের দক্ষতা। জনস্বার্থে তাদের এ সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।

বেসরকারি সংস্থা তাদের কাজের ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিকভাবে গ্রুপ বা সংগঠন তৈরি করে এবং এ কাজে বেসরকারি সংস্থাসমূহ বেশ অভিজ্ঞ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষক গ্রুপ বা সংগঠন তৈরির কাজে বেসরকারি সংস্থার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারে, তাদের সহায়তায় গ্রুপের সদস্যদের তথ্যচাহিদা নিরূপণ করতে পারে এবং তাদের গঠিত গ্রুপ বা সংগঠনকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

৫.৩.২.৩ ব্যক্তিখাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশে ব্যক্তিখাত দ্রুত বর্ধনশীল। এগুলো কৃষি যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত। স্পষ্টতঃ ব্যক্তিখাত তাদের পণ্যের প্রচার ও বিক্রয় বাড়ানোর জন্য কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে উৎসাহী। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে ব্যক্তিখাত উপকৃত হতে পারে, অপর দিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদেরকে ব্যক্তিখাত হতে কৃষি পণ্য বা উপকরণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের সুযোগ পেতে পারে।

৫.৪ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)

আজকাল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) সময়ের স্লোগান, সময়ের চাহিদা। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পিপিপি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে পিপিপি এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবকাঠামোগত কর্মকাণ্ডে পিপিপি-কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলাদেশেও পিপিপি বর্তমান সময়ে যথেষ্ট প্রাধান্য পাচ্ছে। সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

পিপিপি'র প্রকার ভেদঃ

প্রশাসনিক স্তর ভেদে পিপিপি তিন ধরনের হতে পারে। যেমনঃ ম্যাক্রো, মেসো এবং মাইক্রো।

- ম্যাক্রো লেভেল পিপিপি মূলত কেন্দ্রীয় অফিসগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন- সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় অফিস (সদর দপ্তর) এবং বেসরকারি কোম্পানীর কেন্দ্রীয় অফিস (সদর দপ্তর) এর মধ্যে যদি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কোন চুক্তি হয় তখন তা ম্যাক্রো লেভেল পিপিপি'র উদাহরণ হতে পারে
- মেসো লেভেল পিপিপি'র উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে- সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রাইভেট কোম্পানীর আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যে যখন পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়
- অংশীদারিত্ব যখন একান্তই স্থানীয় পর্যায়ে (root level) ঘটে থাকে তখন সেটিকে মাইক্রো লেভেল পিপিপি বলা যেতে পারে। ক্যাটালিস্টের ল্যান প্রকল্প স্থানীয় পর্যায়ে যে পিপিআই কমিটি গঠন করেছে সেটি মাইক্রো লেভেল পিপিপি'র একটি যথাযথ উদাহরণ।

৫.৫ সম্প্রসারণে অংশীদারিত্বের কলাকৌশল

নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬ বাস্তবায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অংশীদারিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তি জোরদার করার লক্ষ্যে উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেমন- সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি (EPICC), জাতীয় কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (NATCC), ডিএই/এনজিও লিঁয়াজো কমিটি, কৃষি কারিগরী কমিটি (ATC), জেলা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কমিটি (DEPC), উপজেলা পরিকল্পনা ওয়ার্কশপ (UPW), উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (UAECC)। ডিএই এর ASIRP প্রকল্প হতে বর্ণিত কমিটিসমূহের সভা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কমিটিসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ সব কমিটির গৃহীত কার্যক্রমের কারণে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব প্রকাশ্য রূপ লাভ করে ও অংশীদারিত্বে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়।

বিগত ২০০৭-০৮ সনে NATP প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় এবং তাতে অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব প্রদান করে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (NECC), প্রকল্পাধীন ২৫টি জেলার ১২০টি উপজেলায় পূর্বের অনুরূপ জেলা পর্যায়ে জেলা সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (DECC) এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটির (UECC) কার্যক্রম চালু হয় এবং কমিটির কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প হতে আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থাও থাকে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের কর্মসূচিতেও প্রকল্পাধীন মোট ৫৭টি জেলা ও ২৭০টি উপজেলায় একই ভাবে জেলা/উপজেলা সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে।

অতি সম্প্রতি বিএআরসি ও ডিএই এর উদ্যোগে জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিসমূহকে পুনর্গঠন ও হাল-নাগাদ করে নতুন নামাকরণ করা হয়েছে এবং কমিটিসমূহকে গতিশীলকরণের সর্বতো প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। নতুন নামাকরণ অনুযায়ী অঞ্চল পর্যায়ের কমিটির নাম হবে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (RATCC) যার সংক্ষিপ্ত কথ্যরূপ হবে RTC, ডিএই এর ১৪টি অঞ্চল পর্যায়ে এ কমিটির কার্যক্রম চলবে। জেলা পর্যায়ে হবে জেলা কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (DATCC), সংক্ষিপ্ত রূপ DTC এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (UATCC), সংক্ষিপ্ত রূপ UTC। কমিটিসমূহের বছরে ৩টি করে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সভা অনুষ্ঠানের সূচি নিম্নরূপঃ

কমিটির নাম	১ম সভা (রবি মৌসুমের জন্য)	২য় সভা (খরিপ-১ মৌসুমের জন্য)	৩য় সভা (খরিপ-২ মৌসুমের জন্য)
উপজেলা কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (UTC)	১০ আগস্ট	১৫ জানুয়ারি	১৫ মে
জেলা কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (DTC)	৩০ আগস্ট	৩০ জানুয়ারি	৩০ মে
আঞ্চলিক কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (RTC)	১৫ সেপ্টেম্বর	১৫ ফেব্রুয়ারি	১৫ জুন
জাতীয় কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (NTC)	৩০ সেপ্টেম্বর	০১ মার্চ	২৫ জুন

অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ সব কমিটি ব্যতিত আরও অনেক ফোরাম রয়েছে, যেমন- গবেষণা ইনস্টিটিউট সমন্বয় কমিটি (RICC), গবেষণা পরিকল্পনা কর্মশালা ইত্যাদি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকের চাহিদা নিরূপণ, সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ইত্যাদিসহ সকল সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অংশীদারিত্বমূলক এ সব কমিটির পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সকল সময়ই অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে নিজের শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকবে এবং অধিদপ্তর গৃহীত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে যেমন- কৃষি মেলা, মাঠ দিবস, যৌথ মাঠ পরিদর্শন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদিতে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের সংস্থাসমূহকে অংশীদারিত্বের জন্য উৎসাহিত করবে; একই সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক সকল সংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অংশীদারিত্ব গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হবে।

অংশীদারিত্বকে টেকসই ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ডিএই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে এবং অংশীদার সংস্থাসমূহের সঙ্গে সর্বদাই পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখবে। অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক কোন প্রতিযোগিতার বিষয় নয়, একে অপরের পরিপূরক।

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে:

- অংশীদার সংস্থাসমূহ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে কাজ করবে
- অংশীদার সংস্থাসমূহের লক্ষ্য অর্জনের কৌশলসহ সকল কর্মপন্থা পারস্পরিক সমঝোতার মাঝে নির্ধারণ করা হবে
- অংশীদারিত্বের ফলে অংশীদার সংস্থাসমূহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপকৃত হবে
- অংশীদার সংস্থাসমূহের সততা ও নিষ্ঠতা বজায় থাকবে
- অংশীদারসংস্থাসমূহ সকল সময় পরস্পরকে সহায়তা করতে উৎসাহী হবে
- কোন ধরনের অস্পষ্টতা/অস্বচ্ছতা দেখা দিলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি হবে
- অংশীদার সংস্থাসমূহ সকল সময় পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে কাজ করবে এবং উভয়ের স্বার্থে সমঝোতা বজায় থাকবে
- অংশীদার সংস্থাসমূহ একই ধরনের দৃষ্টি-ভঙ্গি পোষণ করবে।

৫.৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করে

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে প্রতি মাসে অঞ্চল/জেলা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। সভার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন- জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং অঞ্চল পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। কমিতে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান যেমন- বিএডিসি, কৃষি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি ছাড়াও মৎস, পশুসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকে।

সভায় সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের হাল-নাগাদ তথ্যাদি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্ম

সম্পাদন কৌশল, পারস্পরিক কাজে অংশীদারিত্ব উৎসাহিতকরণ ও অংশীদারিত্ব কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক উন্নয়ন ও জোরদারকরণে এ কমিটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। এ কমিটির কার্যকারিতা এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা উপকৃত হতে পারে এবং অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির কারণে পারস্পরিক সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হয়।

৫.৭ অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব রক্ষায় ডিএই এর ভূমিকা

সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ এবং এ অধিদপ্তরটিতে রয়েছে পদস্থ, দক্ষ ও দৃঢ় নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম জনবলের সমষ্টি। কৃষকের যে কোন সমস্যা সমধান এবং কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ কৃষি সেক্টরের সর্ব বিষয়ে এ অধিদপ্তরকে সর্বাপেক্ষা অধিক দায় বহন করতে হয়। সুতরাং কৃষকদেরকে দক্ষ ও ফলপ্রসূ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের তাগিদে সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকেই অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব রক্ষায় অনুসরণীয় কৌশল স্থান ভেদে ভিন্নতর হতে পারে। সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে অংশীদারিত্বমূলক সংস্থাসমূহের কার্যক্রম, পরিবেশ, পরিস্থিতি ইত্যাদি সমন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে এবং সে আলোকে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তাদের সহযোগিতা ও দক্ষতা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে উৎসাহিত করতে হবে।

৫.৮ অংশীদারিত্বের সুবিধা

অংশীদারিত্বের ফলে পারস্পরিক যে সহায়তা/সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তা নিম্নরূপ:

- বেসরকারি সংস্থার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নারী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ সকল শ্রেণির কৃষকদেরকে দক্ষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
- কৃষক গ্রুপ বা সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যাবে
- অংশীদারিত্বের কারণে বৃহৎ কোন সম্প্রসারণ প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া যাবে
- অংশীদার সংস্থাসমূহ পরস্পরের দক্ষতা উন্নয়ন ও শক্তি অর্জনে সক্ষম হবে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে
- পরিপূরক সহায়তার মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে
- অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উচ্চ মানসম্পন্ন সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
- সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে
- বেসরকারি সংস্থার আর্থিক যোগান সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে
- দ্রুততার সঙ্গে কৃষকদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা পৌঁছানো যাবে
- "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে:

"ওয়ান স্টপ সার্ভিস" বর্তমান যুগের চাহিদা। একজন কৃষক শুধু শস্যই উৎপাদন করেন না, একই সঙ্গে পশু পালন করেন, মৎসও চাষ করেন। কৃষকের চাহিদা- একই জায়াগা হতে একই সঙ্গে ফসল, পশু পালন, মৎস চাষ ও অন্যান্য বিষয়ে সেবা প্রাপ্তির সুবিধা। সাম্প্রতিককালে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে স্থাপিত কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত।